কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা

রেজিস্ট্রেশন নং--------, ইস্যুর তারিখ : --------

নমুনা

শ্রম আইনের সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক যে সকল বিধানাবলী অত্র কারখানা/প্রতিষ্ঠানে পরিপালন করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল:—

১।	নিয়োগপত্র ব্যতিত কোন শ্রমিককে নিয়োগ করা হয় না। [ধারা ৫]
২।	স্থায়ী পদে শ্রমিক নিয়োগে প্রথম তিন মাস শিক্ষানবিসকাল গণ্য হবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে আরো তিন মাস শিক্ষানবিসকাল বৃদ্ধি করতে পারিবেন। কেরানী সংক্রান্ত কাজে শিক্ষানবিস কাল ছয় মাস। [ধারা ৪]
৩।	প্রত্যেক শ্রমিক শ্রম বিধিমালার ফরম ৬ এর তথ্য সম্বলিত ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র মালিকের খরচে পাইবেন।
৪।	প্রত্যেক শ্রমিকের সার্ভিস বই ফরম ৭ মোতাবেক হালনাগাদ তথ্যসহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।
৫।	পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত কাজের সময়সূচি এবং আইন অনুযায়ী দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘন্টা। সপ্তাহের স্বাভাবিক কর্ম সময় ৪৮ ঘন্টা। [ধারা ১০০, ১০২, ১১১]
৬।	দৈনিক সর্বোচ্চ ২ ঘন্টা অধিকাল (Over time) কাজ করানো যাইবে। অধিকাল কাজের জন্য কাউকে বাধ্য করা হয় না। অধিকাল কাজের ভাতা সাধারণ মজুরি হারের দ্বিগুণ । [ধারা ১০৮]
৭।	প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি পঞ্জিকা বছরে ১০ দিন নৈমিত্তিক ছুটি [ধারা ১১৫], ১৪ দিন পীড়া ছুটি [ধারা ১১৬], ১১ দিন উৎসব ছুটি [ধারা ১১৮] পাইবার অধিকারী ।
৮।	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকগণ প্রতি ১৮ দিনে ১ দিন এবং চা বাগান সমূহের ক্ষেত্রে প্রতি ২২ দিনে ১ দিন হারে মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি পাইবার অধিকারী । [ধারা ১১৭]।
৯।	প্রত্যেক শ্রমিক দোকান, বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে দেড় দিন এবং কারখানার ক্ষেত্রে সপ্তাহে একদিন হারে সাপ্তাহিক ছুটির অধিকারী। [ধারা ১০৩]
১০।	মহিলা শ্রমিকগণ প্রসূতি কালীন কমপক্ষে ১১২ দিন বা ১৬ সপ্তাহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতার অধিকারী।
১১।	কর্মসংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির ক্ষেত্রে আইনের বিধান মোতাবেক শ্রমিক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য। [ধারা ১৫০, ১৫১]
১২।	শিশুশ্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। [ধারা ৩৪]
১৩।	এক বছর চাকরিকাল পূর্ণ প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি বছর ২ টি উৎসব ভাতা পাইবেন।
১৪।	প্রত্যেক শ্রমিক সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরি কাঠামোর হারে মজুরী পাইবার অধিকারী।
১৫।	বিধি মোতাবেক সেইফটি কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। [ধারা ৯০ক, বিধি ৮০-৮৫, তফসিল ৪]
১৬।	যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রত্যেক কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে হাইকোর্ট ডিরেক্টিভস-২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগ কমিটি রয়েছে। অভিযোগ দাখিলের নির্ধারিত ডেস্ক / বাক্স রয়েছে।
১৭।	শিশুদের পরিচর্যার জন্য আয়সহ উপযুক্ত মানের শিশু কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে। [ধারা ৯৪, বিধি ৯৪]
১৮।	কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত বীমা আইন অনুযায়ী গ্রুপ বীমা চালু রয়েছে। [ধারা ৯৯]
১৯।	কারখানায়/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলের এবং জানমালের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামের ব্যবস্থা রয়েছে।
২০।	নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী সংক্রান্ত শ্রমিকের যে কোন অভিযোগ কারণ জ্ঞাত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে মালিককে অবহিত করতে হবে (ধারা ৩৩)
২১।	কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রতিকার বঞ্চিত শ্রমিক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিকটস্থ কার্যালয়ে (ঠিকানা : উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বাড়ি নং-১৬, রোড নং-২২, ব্লক-ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট, ফোন : ০২৯৯৭৭০০৮৯৪) অনুযোগ জানাতে পারেন। এছাড়াও ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে কল করেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ অথবা অনুযোগ জানাতে পারে।

[বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ৩৩৭ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ৩৬৪ বিধি মোতাবেক আইনের বিধান বাস্তবায়নে তদারকি সংস্থার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা এবং শ্রম আইনের সার সংক্ষেপ প্রদর্শন করা হ'ল।]

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

১। শ্রম আইনের উল্লেখযোগ্য বিধানাবলী এখানে নমুনা হিসেবে দেয়া হয়েছে। প্রযোজ্য/পরিপালনীয় বিধানাবলী সংযোজন বিয়োজন করে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য স্থানে বাংলায় নোটিশ আকারে প্রদর্শন করতে হবে। যেমন- চা বাগানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শ্রম বিধিমালার বিধি ৯৬ এবং তফসিল ৫ এর বিধান অনুযায়ী পানীয় জল, শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ, বিনোদনমূলক ব্যবস্থা, সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা, শিশু সদন, চিকিৎসা সুবিধা, হাসাপাতাল/গ্রুপ হাসপাতাল, ঔষধ, গৃহায়ন সুবিধা, আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ (রেশনিং), সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত শর্তাবলীর উল্লেখ রাখা যেতে পারে।

২। আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিধান এখানে উল্লেখ অথবা কারখানা/প্রতিষ্ঠানে চর্চা করা যাইবে না।

৩। নিয়োজিত শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা কল্যাণ সম্পর্কে অন্য কোন নোটিশ বা পোস্টার প্রদর্শন করা যাইবে।